বাংলা সাহিত্য দেশ কাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

২

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল

দীপঙ্কর মল্লিক

তাপস পাল

Bangla Sahitya : Desh, Kal O Samajer Prekshite

Vol. II

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik

Tapas Pal

Published by

Swami Mahaprajnananda

Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira

Belur Math, Howrah, West Bengal

Phone : 033-2654-9181/9632

Collaboration with

The Gouri Cultural & Educational Association

Social Welfare Organisation & Research Institution of

Society, Culture & Education

Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

Marketing by

Diya Publication

44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009

Phone : 6291811415

e-mail : diyapublication@gmail.com ‖ diyapublication64@gmail.com

website : https://diyapublication.in/

facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা

facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

প্রকাশনা ও বিপণন সংক্রান্ত কথা : কৌস্তভ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-92110-48-1

প্রথম প্রকাশ : ১৬.১২.২০২২

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৬০০/-

সম্পাদকীয়

আজ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২, শুক্রবার। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ ও দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। আলোচনার বিষয়—'বাংলা সাহিত্য : দেশ, কাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে'। এই আলোচনাসভায় উপস্থিত সমস্ত আমন্ত্রিত বক্তা, সভামুখ্য, অতিথিবৃন্দ ও গবেষণাপত্র উপস্থাপনকারীদের বয়সোচিত আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের সংগঠন প্রতি বছর সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ওপর মূলত ভর করে বৈচিত্র্যময় বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আঞ্চলিকস্তর, রাজ্যস্তর, জাতীয়স্তর ও আন্তর্জাতিকস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন করে আসছে। ইতিপূর্বে আমরা মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে দুটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ, চাকদহ কলেজ, বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছি।

এই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্যে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে। একইভাবে আমরা কৃতজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির-এর অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে। আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী তত্ত্বচৈতন্য মহারাজের প্রতি। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ আমাদের পাশে থেকে এই আলোচনাচক্রকে বাস্তবায়িত হতে সাহায্য করেছেন বলে আমরা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে যথোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, গবেষকরা লেখা পাঠিয়েছেন। সেইসব লেখা থেকে নির্বাচিত লেখাগুলি একত্রিত করে আমরা সংকলিত গবেষণাগ্রন্থ নির্মাণে ব্রতী হয়েছি। যাঁরা নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে লেখা পাঠিয়েছেন, তাঁদের লেখা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। গবেষণাপত্র প্রেরণকারীদের কাছে আমরা বার বার ফোন করেছি এবং তাঁদের লেখা বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা আমাদের সহ্য করেছেন বলে আমরা তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আসলে এ ধরনের কাজ কখনও একার দ্বারা সম্ভব নয়। বিশেষ করে শিরোনাম পরিবর্তন করা, লেখার বিষয় অনুসারে বিশেষজ্ঞমণ্ডলীকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া, আকাদেমি

সূ | চি | প | ত্র

উপন্যাস

বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোকে উনিশ শতকের কলকাতা : বাঙালির নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্চা
লুসী মণ্ডল
১১

উপন্যাস বিষয়ে কমলকুমার মজুমদারের চিন্তা-ভাবনা
অদিতি দাস
১৯

জীবনানন্দের উপন্যাস ও সমকালের সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান
অংশুমান খাঁন
২৪

আফসার আমেদের উপন্যাসে তালাকের কিস্‌সা
রুবী নূর
২৯

হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' : উনিশ শতকের বাংলার নারীসমাজ
অমৃতা ঘোষাল
৩৪

বিমল করের উপন্যাসে পুরুষ : দ্বান্দ্বিক কালের নায়ক
গোবিন্দ সামন্ত
৪৩

হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি' : এক দেশপ্রেমের আলেখ্য
শ্যামাশ্রী মণ্ডল
৫২

দেবেশ রায়-এর 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' : গ্রাম-শহর দ্বন্দ্ব প্রেক্ষিতে উজান স্রোতের নিভৃত উপাখ্যান
বর্ষা চক্রবর্তী
৫৮

হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' : উনিশ শতকের বাংলার নারীসমাজ

অমৃতা ঘোষাল

বলি তুমি আজিও পতিসেবা শিখিলে না। কিসে উদ্ধার হইবে।[১]

ভারতীয় বিদগ্ধ পুরুষ দার্শনিকরা যুগে যুগে খুঁজেছেন নারী-সমাজ উদ্ধারের বিভিন্ন পন্থা। নারীর মন-মনন, দেহ-যৌনতা, প্রকাশ-মৌনতা—এ সব কিছুকেই তাঁরা বেঁধেছেন অবিশ্বাসের ফ্রেমে আর আধিপত্যের নিগড়ে। তবু এই লিঙ্গ-লাঞ্ছনার ঐতিহাসিক মানচিত্রে বহুবার ফুটে উঠেছে নারী প্রতিভার উর্বরতা। ঋগ্‌বেদের যুগে অপালা, ঘোষা, ইন্দ্রাণী বা শচী-পৌলমীরা যেমন ছিলেন, তেমনই মুকুন্দ-বিজয়গুপ্ত-ভারতচন্দ্রের কালেও ছিলেন প্রিয়ংবদা দেবী, বৈজয়ন্তী, চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী প্রমুখ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা আধুনিক কথাসাহিত্যের একেবারে উষালগ্নে বঙ্কিমি-প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে হারিয়ে যায়নি শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী, শতদলবাসিনী দেবী, কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত সম্পদ। হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), জনৈক 'হিন্দুকুল-কামিনী' প্রণীত 'মনোত্তমা : দুঃখিনী সতী চরিত' (১৮৬৮)[২], নবীনকালী দেবীর 'কামিনীকুলকলঙ্ক'-এর(১৮৭০) পর মহিলা-রচিত বাংলা উপন্যাসের জগতে শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য।

হেমাঙ্গিনী দেবী ছিলেন আনন্দকুমার সর্বাধিকারীর স্ত্রী। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী[৩] তাঁর 'স্মৃতিরেখা' রচনায় কাকিমা হেমাঙ্গিনী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন। হেমাঙ্গিনীর প্রথম প্রকাশিত বই সম্ভবত 'বঙ্গবালা' (১৮৬৮)। 'মনোরমা' ছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা—'মাতার উপদেশ', 'প্রণয়-প্রতিমা' ও 'কনক-কুসুম'। ১২৮১ বঙ্গাব্দের ২০ আষাঢ়, 'মনোরমা'র প্রকাশক নিজেকে 'শ্রী সঃ' নামের অন্তরালে রেখে ভূমিকায় লিখেছেন—

গ্রন্থকর্ত্রী আমার পরম আত্মীয়, এবং সম্বন্ধে গুরুজন; তিনি সাংসারিক কার্য্যের অবসরে এইখানি রচনা করিয়াছেন। এখানি মুদ্রিত ও সাধারণ সমীপে প্রকাশিত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অবসরকাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে এই উদ্দেশ্যে নিজের চেষ্টায় যতটুকু সাধ্য পড়িতে শিখিয়াছেন এবং পাঠানুশীলনকালে অন্তঃকরণে যে সকল কোমল ভাবের আবির্ভাব হইত, সময়ে সময়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব এই 'মনোরমা' তাঁহার নবোদিত সুকুমার ও অপরিস্ফুট সদ্ভাব-বৃক্ষের প্রথম মঞ্জরী।[৪]